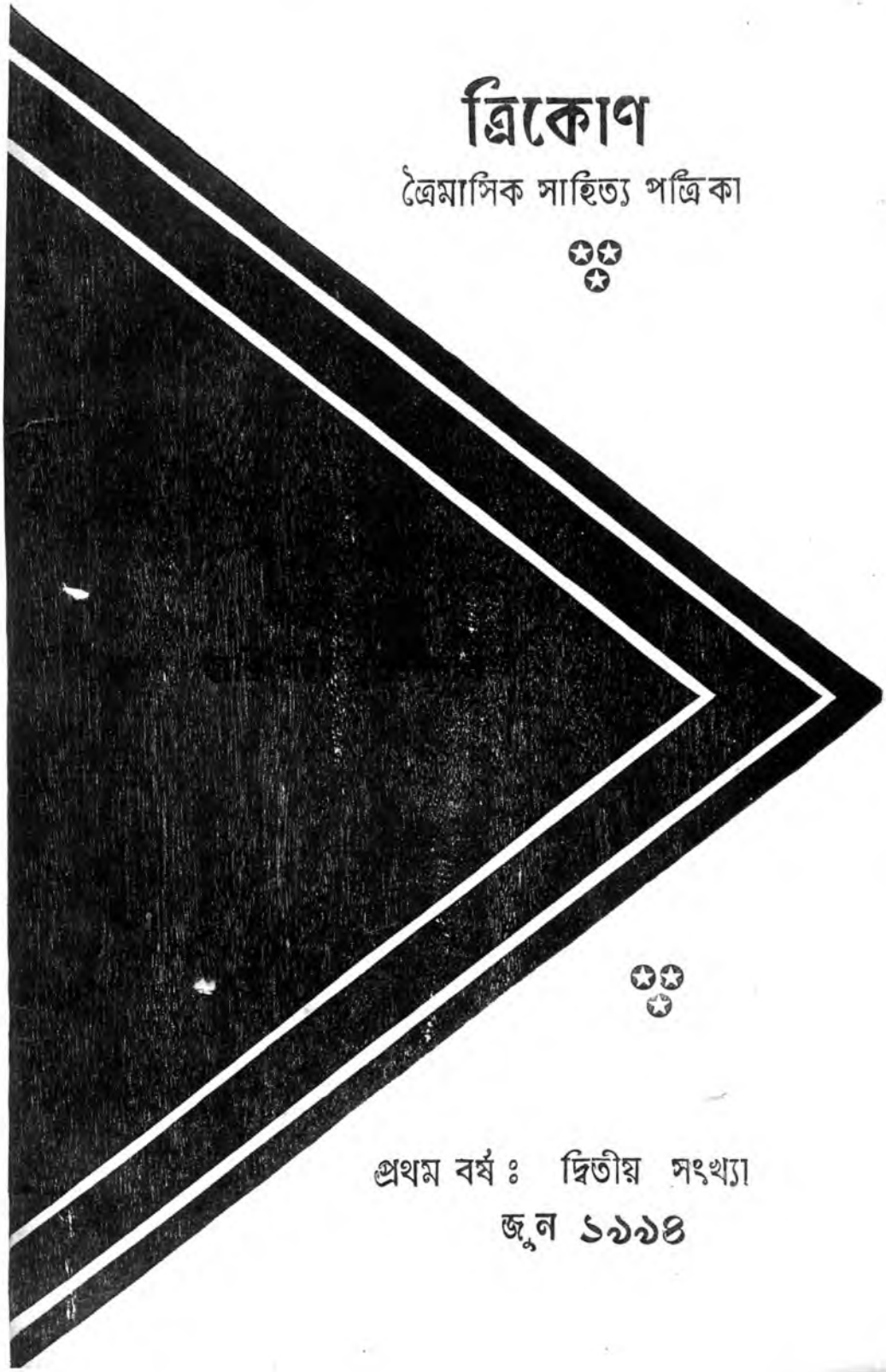

ত্রিকোণ

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

জুন ১৯৯৪

পণপ্রথা দরজী সমাজে ঢুকে পড়েছে ঃ

মোঃ নুর-উদদিন

আগে দরজী সমাজে তেমন পণপ্রথা ছিলনা। কিন্তু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু ছিল। এখন যেটা প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ফলে বিলুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু পণপ্রথা দরজী সমাজে ঢুকে পড়েছে। এখানে নেই কোন সংগঠিত আন্দোলন, নেই কোন প্রতিবাদ।

এখানকার বিত্তশালীদের মধ্যে পণ নেয়ার প্রবনতা অপেক্ষা কৃত কম। তারা সুন্দরী পাত্রী খোঁজেন। বিনিময়ে পণ নেন না। কিন্তু অনেকে আবার পণ নেন অন্তরালে। যে সমস্ত পাত্রী শ্যামলর্ণ নয়তো গায়ের রং ময়লা, এসকল পরিবারের উপর পণপ্রথার প্রকোপ বেশী, এরাই হয় পণ-প্রথার নিষ্ঠুর শিকার। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাঁদের উপর পণের চাপ বেশী। নগদ দাবী বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা এবং মেয়েকে সোনার গহনা, ফার্ণিচার ফ্রিজ ইত্যাদি, আবার বর্তমানে নতুন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে পাত্রের ঘর বেঁধে দেওয়া। এই আকাশছোঁয়া মূল্যে ঘর বেঁধে দেওয়া কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সমস্যাই বাড়ে। যাদের টাকা নেই তাঁদের এই নির্মম পীড়ন সত্যই মর্মান্তিক। বেদনাদায়ক। এঁরা আত্মীয় স্বজনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে টাকা সংগ্রহ করেন। পাত্রপক্ষ সব দেখেও নির্লজ্জের মত টাকা গ্রহণ করেন। এখানকার মানুষ চিন্তা করেন টাকা না দিলে হয়তো মেয়েটার বিয়ে হবে না আর। ওঁরাও বাধ্য হয় টাকা দিতে। এও জানেন টাকা দিলে একপ্রকার পণপ্রথা সমর্থন তবুও ওঁরা টাকা দিতে বাধ্য।

এমনও দেখা গেছে চাচাতো বোনকে বিয়ে করছে প্রেম করে'। বিধবা দরিদ্র চাচীমার কাছে পণের টাকা চাচ্ছে পাত্র। চাচীমা বাধ্য হয়ে আত্মীয় স্বজনের কাছে ধার দেনা করে টাকা জোগাড় করছেন। সব জেনে-

শুনে প্রেমিক নির্লজ্জের মত চাচীমার কাছে পণের টাকা নিচ্ছে। এটা চিন্তার বিষয়।

অনেক সময় দেখা গেছে পণের দেওয়া টাকা ফুরিয়ে গেলে পাত্রীর কপালে জোটে নির্যাতন। আবার টাকা আনার ফরমান, না এলে অত্যাচার। অপমান। নয়তো তালাক। পাত্রপক্ষ পুনরায় পণের টাকা নিয়ে নূতন করে পাত্রের বিয়ে দেন অন্যত্র। দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সংসারে পুনরায় ফিরে আসতে বাধ্য হয় লাঞ্ছিত পাত্রী।

ইদানিং পাত্রদের দূরে দূরে বিয়ে দেওয়ার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। দূরে বিয়ে হলে কিছু বেড়ানো হল। কিছু দেখা হল। আত্মীয়তা হল। এক ঘেঁয়েমী দূর হল। এতে এখানকার পাত্রীদের সমস্যা বাড়ল। কারণ এই অঞ্চলে পাত্রীদেরও দূরে বিয়ে দেবার মানসিকতা নেই। ফলে পাত্রীদের সমস্যা দরজী সমাজে ভীষণ জটিল আকার ধারণ করছে।

এসব সমস্যার সমাধান করতে এই এলাকার প্রগতিশীল মানুষ বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন হতে হবে এ অঞ্চলে ক্লাবগুলি কিংবা মসজিদ ভিত্তিক মহল্লাবাসীকে সজাগ হতে হ'বে। সব চেয়ে সুবিধা হল এ অঞ্চলে সকল মানুষ একে অপরে খুব ঘনিষ্ঠ। পণ লেনদেন ব্যাপারে তাঁদের বুঝতে হবে। নয়তো নিমন্ত্রিত ব্যাক্তিবর্গকে পণপ্রথার বিয়ে বয়কট করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করে সব খোঁজখবর নিতে হবে।

যদি সত্যিকার কারও ঘরদোর তৈরী করতে অসুবিধা থাকলে পাত্রী পক্ষের ঘাড়ে না চাপিয়ে গ্রামের মহল্লা বাসীকে জানান। গ্রামের বায়তুল ফাণ্ড থেকে ওদের ঋণের ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

তাই, এই দরজী অঞ্চলে সকল মানুষকে সজাগ ও সচেতন হতে আহবান জানাই। জানাই পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখর হতে।

✪✪